ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৬৬ ● কলকাতা ● ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৯ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গুজরাত কংগ্রেসের একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুলের

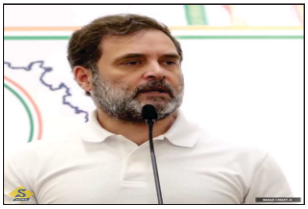

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আমদাবাদ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গড় গুজরাতে ৩৫ বছরর বেশি সময় ধরে ক্ষমতা থেকে দূরে কংগ্রেস। গত বিধানসভা ভোটে শতাব্দী প্রাচীন দলের হাল এতটাই শোচনীয় হয়েছিল যে বিরোধী দলের মর্যাদা পাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়কও জিততে পারেননি। তার উপরে লাগাতার দল ছাড়ছেন কংগ্রেস

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ছাব্বিশের ভোটের আগে বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভূতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে বিগত কয়েকদিন ধরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে সেই আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে জাতীয় রাজনীতিতেও। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের ধারা অব্যাহত। এই আবহে এবার বড় ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন । সেটিকে আদতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস ।এই আবহে এবার নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন । এই বিষয়টিকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

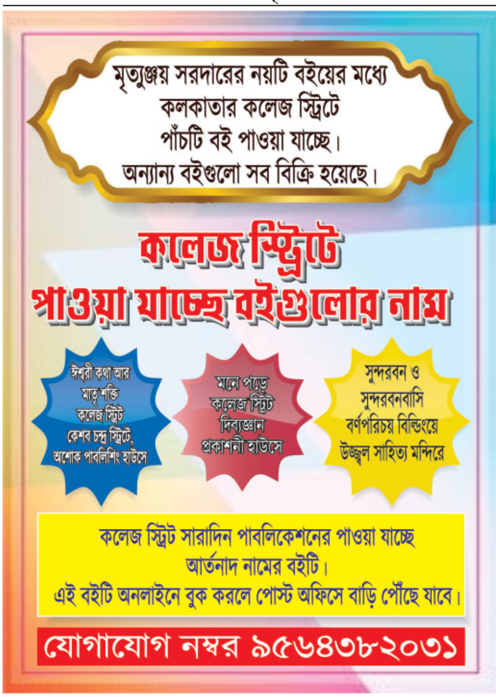

টিসিএস-এর সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠল পরশুরাম গুরুকুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইটিসি ইন্ডিয়া ট্রাইবাল কেয়ার ইউনিটের একটি অন্যতম অংশ পরশুরাম গুরুকুল। ২০১৯ সাল থেকে পথ চলা শুরু হয়েছে পরশুরাম গুরুকুলের। পুরুলিয়ার বলরামপুরের বেলা গ্রামে এই গুরুকুল রয়েছে। ২৫-৩০ জন ট্রাইবাল বাচ্চাদের এখানে রাখা হয়। তাদের পড়াশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া হয় সম্পূর্ণ গুরুকুলের পক্ষ থেকে। এই বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেরই বাবা-মা নেই সেই সমস্ত বাচ্চাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই গুরুকুল। এই গুরুকুলের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রজনীশ কুমার। সামাজিকভাবে এই সমস্ত বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াতেই তার এই উদ্যোগ। শনিবার টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস কোলকাতা অফিসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত আদিবাসী বাচ্চাদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এইদিন টিসিএসের চার কর্মী শুভেন্দু ভট্টাচার্য , সৌম্যদীপ বসাক, প্রণব দাস , প্রত্যুষ সেন এই গুরুকুলের ট্রাইবাল বাচ্চাদের হাতে ট্রাঙ্ক, থালা , গ্লাস, বাটি, পেন্সিল বক্স, খাতা বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন। এই সমস্ত বাচ্চাদের যাতে সার্বিক বিকাশ ঘটে, সেই কারণেই তারা এগিয়ে এসেছেন। আগামী দিনে অন্যান্যদেরও এভাবে এগিয়ে আসার বার্তা দেন তারা।

হুগলি জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার সঙ্গে হুগলি জেলাতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আরামবাগ পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এক বিশাল মহিলাদের মিছিল আরামবাগের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হরিপাল ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের অনুষ্ঠান হয় হরিপাল লোক মঞ্চে। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে নারী

এরপর ৩ পাতায়

নারী দিবসে বিষাক্ত ছাইয়ের মাঝেই দিন কাটালো হাজারো নারী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম মাধ্যম ইট শিল্প ।ভাগীরথী ,দামোদর , রূপনারায়ণ সহ কয়েকটি নদীর তীরবর্তী এলাকায় নদীর চরে গড়ে উঠেছে ইট শিল্প । হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ জড়িয়ে রয়েছে ইট শিল্পের উপর।এই তিন নদীর চরে তিন শতাধিক ইটভাটা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।বলাই বাহুল্য এই ইটভাটাগুলিতে কয়েক হাজার নারী পুরুষ কাজ করে। ইটভাটা এলাকায় ঘুপচি ঘরে থেকে কাকভোরে উঠে মহিলারা ও আর পাঁচটা দিনের মতোই শনিবার ও পুরুষদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ইট গড়েছেন -মাথায় করে ইট বয়ে গাছি দিয়েছে।সুরকির ধূলোয় ওদের সারা গা মলিন হয়েছে। শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন ও এটাই ছিল ইটভাটার নারীদের জীবন চর্চা।বিষাক্ত সুরকির ধূলো ওদের নাকে ,চোখে ,মুখে লেগেছে। কয়েক জন মহিলা তো ১৫-১৬ বছর ধরে একই ইট ভাটায় কাজ করছেন।ওদের জন্য তেমন সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নি কোন ইটভাটাই।কোলের ছেলেটি ও ইটের মাঝে সুরকির ধূলো মেখে চলেছে সকাল থেকে সন্ধ্যা।নারী দিবস কি?ওরা জানে ই না বলে ওদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে।ওরা অনেকেই স্থানীয় আবার অনেকেই ভিন রাজ্য থেকে কাজে আসে।সিজন অনুযায়ী কাজ করে দিনান্তে প্রায় চারশো টাকা রোজগার।আর এই মন্দার বাজারে যে যথেষ্ট নয় তা ওরা জানে।ওরা জানে বিষাক্ত ধূলো ধীরে ধীরে নাকের মধ্য দিয়ে ওদের শরীরে ঢুকছে। কিন্তু উপায় নেই। বিষাক্ত ধূলোতেই জীবন ওদের ।

(১ম পাতার পর)

গুজরাত কংগ্রেসের একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুলের

নেতারা।গদ্দার' নেতাদের দল থেকে বের করে দেওয়ার নিদান দিয়ে রাহুল বলেন, 'দলের মধ্যে ঘাঁপটি মেরে যারা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, বিজেপির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে চলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার সময় চলে এসেছে। ১০, ১৫,২০, ৩০ নেতার জন্য দল বছরের পর পর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না। আমি বলছি, সময় এসেছে, ওই নেতাদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার। কথায় আছে, দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। তাই দুষ্ট চরিত্রের নেতাদের দলে কোনও প্রয়োজন নেই। আমি জানি, আমাদের দলের মধ্যে অনেক ভাল নেতা রয়েছেন। তাদের গুরুত্ব দিয়ে নেতৃত্বে তুলে আনার সময় হয়েছে।'দলের ওই করুণ হালের জন্য রাখঢাক না রেখে গুজরাত কংগ্রেসের মধ্যে ঘাঁপটি মেরে থাকা বিজেপি বান্ধব নেতাদের নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। শনিবার (৮ মার্চ) আমদাবাদে দলের কর্মী সম্মেলনে রাখঢাক না রেখে সরাসরি তিনি বলেন, 'গুজরাতের মানুষ সত্যিকারের বিজেপি বিরোধি দল চায়। বিজেপির কোনও বি টিম নয়। আমাদের দলের মধ্যে দুই শ্রেণির নেতা রয়েছেন। একাংশ সত্যি কংগ্রেসর মতাদর্শে বিশ্বাসী। আর দল বিজেপির হয়ে লাগাতার কাজ করে চলেছেন। ওই গদ্দারদের যতক্ষণ পর্যন্ত চিহ্নিত না করা হচ্ছে ততক্ষণ গুজরাতের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখবেন না। কংগ্রেসকে বিশ্বাস করবেন না।'

(১ম পাতার পর)

ছাব্বিশের ভোটের আগে বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

আন্দোলনের নৈতিক জয়। সেই জন্য নির্বাচন কমিশন এই কথা বলতে বাধ্য হল। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রে যা করেছে, সেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে'। বিজেপির তরফ থেকেও কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, কমিশন এই অবস্থানের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল। নয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করল।

একই এপিক নম্বরে রয়েছে একাধিক নাম! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এই অভিযোগ সামনে আনেন। এবার এই এপিক নম্বর বিতর্কে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষণা করা হল, আগামী দিনে একই এপিক নম্বর আর থাকবে না। বরং এর পরিবর্তে ইউনিক এপিক নম্বর চালু করা হবে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা, 'ডুপ্লিকেট' এপিক নম্বরের যে সমস্যা রয়েছে, সেটা সমাধান করা হবে। এবার 'ডুপ্লিকেট' এপিক নম্বরের ভোটারদের কমিশনের তরফ থেকে ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে। আগামী দিনে প্রত্যেক ভোটারের জন্য ইউনিক এপিক নম্বর পদ্ধতি শুরু করা হবে।

এদিকে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে বাইরের রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একযোগে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে আক্রমণ শানান তিনি। তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদ নিয়ে মহারাষ্ট্র, দিল্লির মতো বাংলাতেও ফিল্ড সার্ভে না করে এআরও-র সাহায্যে অপারেটরদের কাজে লাগিয়ে অনলাইনে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম তোলা হচ্ছে। বাংলার ভোটারের একই এপিক কার্ডে গুজরাট, হরিয়ানার লোকের নাম তুলছে'। এরপর এই নিয়ে ময়দানে নামে তৃণমূল।

পাল্টা নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) তরফ থেকে জানানো হয়, একই এপিক নম্বরে একাধিক নম্বর নাম রয়েছে মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। এপিক নম্বর এক হলেও বিধানসভা কেন্দ্র ও ভোটকেন্দ্র ভিন্ন হয়। এপিক কার্ডে যে কেন্দ্রের ভোটার লিস্টে নাম আছে, সেখানেই ভোট দেওয়া যাবে। অন্য কোথাও দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছিলেন কমিশন। যদিও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না রাজ্যের শাসকদল। পাল্টা তৃণমূলের তরফ থেকে দাবি করা হয়, কমিশনের তরফ থেকে একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটা কমিশনেরই নিয়ম বহির্ভূত ও অবৈধ।

(২ পাতার পর)

হুগলি জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষ হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ-সভাপতি বাবলু গায়েন সহ স্বাস্থ্য কর্মী আশা কর্মী আই সি ডি এস কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা নারী দিবসকে সামনে রেখে সর্বত্র প্লাস্টিক বর্জন ,রাজ্য সরকারের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে সহযোগিতা করার মাধ্যমে স্বচ্ছ পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সর্বস্তরের মহিলাদের নিয়ে এক বিশাল রেলি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এছাড়াও হুগলির মহসিন কলেজের উর্দু হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় এই উপলক্ষে উক্ত কলেজের ছাত্রী গ্রন্থাগারিক এবং সাংবাদিক প্রয়াত অরুণা মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রচার মাধ্যমে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন আইনজীবী আফতাব হোসেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মিডিয়ার ভূমিকা ও নারী দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে উক্ত কলেজের বিভাগীয় প্রধানের উদ্যোগে সাংবাদিকদের সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের সাথে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ে।

সম্পাদকীয়

আজব কাণ্ড, 'কোমা'য় থাকা রোগী দিব্যি হেঁটে হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন

আজব কাণ্ড! কোমায় থাকা রোগী হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন। প্রথমত, কোমায় থাকা ব্যক্তি আচমকা জেগে উঠলেন, তারপর বেরিয়েও গেলেন! হাসপাতালের কোনও হুঁশ নেই, নাকি মোটা টাকা লুঠের জন্যেই ব্যক্তিকে কোমায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল?সেখানেই ব্যক্তিকে কোমায় চলে গিয়েছে বলে দাবি করে চিকিৎসকরা। কিন্তু স্যালাইন মুখে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ব্যক্তি বেরিয়ে আসতেই তাজ্জব হয়ে যান বান্টির পরিবারের লোকজন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অর্ধেক পোশাক, কোমলরে কোলোস্টোমি ব্যাগ এবং নাকে নল নিয়ে হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বান্টি। তিনি অভিযোগ করেন, আদতে তাঁর কিছুই হয়নি। অথচ চিকিৎসকরা তাঁকে কোমায় চলে গিয়েছে বলে ১ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই বান্টির স্ত্রী হাসপাতাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবং মোটা টাকা লুঠের জন্যেই মিথ্যে দাবি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল যে আমার স্বামী কোমায় আছেন। হাসপাতাল বলল ১ লাখ টাকা লাগবে। তাঁকে ভর্তি করানোর ১২ ঘন্টার মধ্যেই ৪০,০০০ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। যখন আমি আরও টাকার ব্যবস্থা করতে গেলাম এবং ফিরে এলাম, তখন দেখলাম আমার স্বামী নিজেই হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং রেগে আছেন।' যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। হাসপাতালের বিবৃতি অনুসারে, রোগীকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল এবং মোট বিল ছিল মাত্র ৮,০০০ টাকা। টাকা দাবির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেন সরকার।ব্যক্তির পরিবারকে নাটক দেখানো হয়েছিল? দিনে দিনে অরাজকতা ছেয়ে গিয়েছে গোটা দেশ। সম্প্রতি এমন দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। যা নিয়ে রীতিমতো হট্টগোল সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। সূত্র অনুযায়ী, কোমায় থাকা রোগী নিজেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবং চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে বললেন, তাঁর চিকিৎসার জন্যে ইচ্ছে করেই হাসপাতাল থেকে ১ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিওটি ভাইরাল হতেই ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে স্বাস্থ্য বিভাগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের রতলামের মতি নগরের বাসিন্দা বান্টি নিনামা দিনদয়াল। তিনি সম্প্রতি একটি সংঘর্ষে ব্যাপক আহত হয়েছিলেন। এরপর তাঁকে প্রথমে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষলোতম পর্ব)

মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুরাণের সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে তিন জনের নামে ছাড়পত্র কেন্দ্রের, দু'জনের ভাগ্য ঝুলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নতুন তিন বিচারপতি পেতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। শনিবার (৮ মার্চ) সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ করা পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইন ও বিচার মন্ত্রক। বাকি দু'জনকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে মন্ত্রক।এদিন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘাওয়াল সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে এক টুইটে লিখেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে কলকাতা হাইকোর্টের সহকারী বিচারপতি পদে স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাইকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।' কলেজিয়ামের সুপারিশ করা বাকি দুই নাম নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি তিনি।ফলে ওই দুজনের ভাগ্য ঝুলেই রইল। অতীতেও সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজনকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিতে রাজি হয়নি মোদি সরকার। তার মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাক্য সেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয় অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে মোট বিচারপতির পদ রয়েছে ৭২টি। বর্তমানে সেখানে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মাত্র ৪৩ জন। অর্থাৎ ২৯ বিচারপতির

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজকের যুগে আমরা কোন জাতি এই কথাগুলো মেনে নিতে বাধ্য নয়, তাই এত অরাজকতা!আর এই অরাজকতার মূলে আমার আপনার মত কিছু ব্যক্তি যুক্ত। আর সেই কারণেই মানব জাতি র সঙ্গে দেবতা কুলের মধ্যে ভীষণ ফারাক রয়ে গেছে, মানব জাতির সঠিক কর্ম দেবতার রূপ নেয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ছেলেটির দুটি কিডনি নষ্ট! চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন আত্মীয়-পরিজনের।

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্রে ছেলেটির বয়স মাত্র ২৮ বছর। 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' লিখে চিকিৎসক যে সনদ দিয়েছেন, তার বাংলা সহজ অর্থ হচ্ছে ছেলেটির দুটি কিডনি নষ্ট। এখন থেকে তাঁকে সপ্তাহে তিনবার ডায়ালাইসিস করাতে হবে এবং ছেলেটির কিডনি প্রতিস্থাপন দরকার।

ছেলেটির নাম জ্যোতির্ময় মন্ডল। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর সোনাখালী গ্রামের বাসিন্দা। বাবা চৈতন্য মন্ডল পেশায় একজন দিনমজুর মা কল্পনা দেবী একজন গৃহ বধূ। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়া পরিবারে ছোট থেকে দরিদ্রতা কে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা জ্যোতির্ময় বাসন্তীর নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে ২০১৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর পরিবারের হাল ধরতে পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শুরু করে মাছ বিক্রি। তার পর জ্যোতির্ময়ের মাছ ব্যবসার ফলে কিছু টা হলেও হাল ফেরে পরিবারের! বিয়ে করে জ্যোতির্ময়। তার একটা

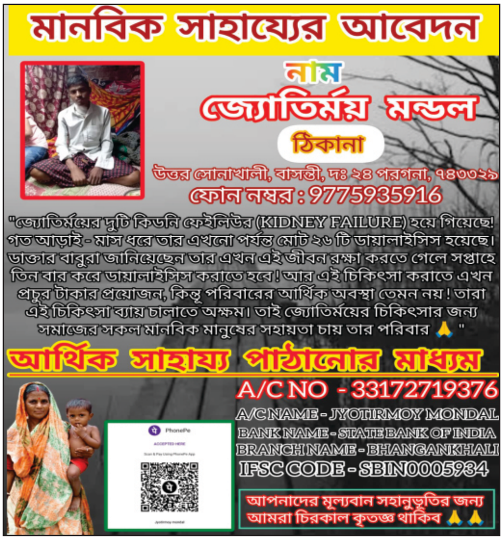

ফুট-ফুটে দেড় বছরের সন্তানও আছে। স্ত্রী, সন্তান ও বাবা মা কে নিয়ে বেশ ভালোই কাটছিলো জ্যোতির্ময়ের। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আড়াই মাস আগে হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে বজ্রপাত! শরীর টা খারাপ হতে শুরু করে জ্যোতির্ময়ের ডাক্তাররা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জানিয়ে দেয় এই সংবাদ।

এর পর জ্যোতির্ময় প্রথমে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে ১৩ দিন পরে এসএসকেএম - এ ২০ দিন ভর্তি থাকার পর এখন বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। ডাক্তার বাবুরা জানিয়েছেন তার এখন এই জীবন রক্ষা করতে গেলে সপ্তাহে তিন বার করে ডায়ালাইসিস করাতেই হবে ! আর এই চিকিৎসা করাতে এখন প্রচুর টাকার প্রয়োজন হচ্ছে! রোজ ডায়ালাইসিস করাতে গেলে যদি রক্ত কিনতে হয় তাহলে দু - থেকে তিন হাজার আর কখনো কখনো রক্ত ফ্রীতে বা কার্ডের বিনিময়ে যদিও পায় তাতেও প্রায় প্রতি বারে খরচ হচ্ছে হাজার থেকে দেড়- হাজার টাকা কিন্তু জ্যোতির্ময়ের বাবা দিন মজুরের কাজ করে যেখানে সংসার চালাতে হিমশিম খান সেখানে প্রতি মাসে কোথায় পাবে চল্লিশ -পঞ্চাশ হাজার টাকা? তবুও এই আড়াই - মাস ধরে জ্যোতির্ময়ের পরিবার ও তার শশুর বাড়ির প্রচেষ্টায় তার চিকিৎসা চলছে ! কিন্তু তারা এই চিকিৎসা ব্যায় চালাতে দিন দিন অক্ষম হয়ে পড়ছেন । আর সেই খবর জানতে পেরে জোতির্ময়ের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল তার স্কুলের সহ -পাঠি রেশমা,মনীষা, দিব্যেন্দু, শরিফুলরা। সব শুনে তারা এতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে জ্যোতির্ময়ের জন্য শুরু করেছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন। আর তাদের এই মানবিক কাজে 'নিউজ সারাদিন' কে পাশে চেয়েও আমাদের সম্পাদকের কাছে একটি আবেদন করেন তারা। কারণ জ্যোতির্ময়ের বন্ধু, বান্ধবী সুরজিৎ, সুমন, ফজলু, বিদিশারা চাই জ্যোতির্ময়ের এই লড়াইয়ে তাদের সাথে সঙ্গী হোক 'নিউজ সারাদিন'।

আর সেই মতো জ্যোতির্ময়ের বন্ধুরা তার ছবি সহ তার ব্যাংক একাউন্টের বিবরণ সহ জ্যোতির্ময়ের চিকিৎসার সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজ পত্র ও চিকিৎসকের সনদ যুক্ত করে একটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের অফিসে। তাই জ্যোতির্ময়ের এই জীবন রক্ষার স্বার্থে আসুন না শুধু আমরা নই সকলে মিলে আজ থেকে জ্যোতির্ময়ের এই লড়াইয়ে তার সঙ্গী হই!

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফামেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফামেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফামেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফামেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফামেসী	17 ইউনিক ফামেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফামেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফামেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফামেসী	28 সৌভিক ফামেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফামেসী

পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে ক্যাব চালককে পিটিয়ে খুন, খাস কলকাতায় হাড়হিম ঘটনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতার বিজয়গড়ে এক অ্যাপ ক্যাব চালককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। বুধবার ওই ক্যাব চালককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরেই ওই ক্যাব চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজ শনিবার সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। বিজয়গড় এলাকায় এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ।অন্যদিকে চার বছর আগে বিয়ে হয় জয়ন্ত সেনের। তাঁর এক দেড় বছরের সন্তান রয়েছে। ক্যাব চালকের পরিবারের সদস্যদের দাবি, অভিযুক্ত যুবকরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। জয়ন্ত সেনের মুখে কাপড় বেঁধে মারধর করা হয়। জয়ন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হলেও তাঁকে মারধর করা হয়। কলকাতা শহরে এখন একের পর এক গণপিটুনির ঘটনায় আতঙ্ক বাড়ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার সচেতন করা

হচ্ছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। আর এই ঘটনার পর ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামী বলেন, 'পুলিশ বারবার প্রচার করলেও ঘটনা কমেনি। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।'লালকার মাঠে পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে ওই ক্যাব চালককে প্রচণ্ড মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ক্যাব চালকের নাম জয়ন্ত সেন (৩৮)। এক স্কুটার চালকের সঙ্গে তাঁর গাড়ি পার্কিং নিয়ে তুমুল বচসার হয় বুধবার রাতে। তার পরই একদল যুবক জয়ন্ত সেনের বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই আজ মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় জয়ন্ত সেনের ভাই প্রশান্ত সেন যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ গাড়ি নিয়ে জয়ন্ত তাঁর বিজয়গড়ের বাড়িতে ফেরেন। ওই যুবক একটি ফ্ল্যাটের একতলায় থাকতেন। বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার সময় সেখানে রাখা একটি স্কুটিতে ধাক্কা লাগে এবং স্কুটিটি পড়ে যায়।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, অ্যাপ ক্যাব পার্কিং নিয়ে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে বচসা বাঁধে জয়ন্ত সেনের। লালকা মাঠের কাছে পার্কিংয়ের সময় একটি স্কুটারে ধাক্কা মারে অ্যাপ ক্যাবটি। তখন স্থানীয় যুবকদের মধ্যে জোর ধস্তাধস্তিও হয়। আর তার জেরেই মাটিতে পড়ে যান জয়ন্ত সেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন তিনি। আজ, শনিবার সকালে মৃত্যু হয় ক্যাব চালকের। তবে এলাকাবাসীর দাবি, রাত ১২টার পর ওই মারধরের ঘটনা ঘটে। যাদের স্কুটি ওখানে ছিল তারা ওই ক্যাব চালকের গাড়ির নম্বর অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্যান করে দেখে এবং হামলা চালায়।

(৪ পাতার পর)

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে তিন জনের নামে ছাড়পত্র কেন্দ্রের, দু'জনের ভাগ্য ঝুলে

পদ শূন্য। যার ফলে হাইকোর্টে মামলার পাহাড় জমেছে। মামলার চাপ কমাতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি হিসাবে কেন্দ্রের আইন ও বিচার মন্ত্রকের কাছে পাঁচ জনের নাম সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। যাদের নাম বিচারপতি হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন-স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই, কৃষ্ণরাজ ঠ্যাকার ও মোহাম্মদ তালয় মাসুদ সিদ্দিকী। সে বিষয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গত বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টন্ডনকে ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচিকে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে সাক্ষ্য দিতে শেখ হাসিনাকে তলব কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: ২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ডে সাক্ষ্য দিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তলব করল মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের গঠিত তদন্ত কমিশন। শেখ হাসিনার পাশাপাশি আরও ১৪ জনকে তলব করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন দুই প্রাক্তন সেনা প্রধান মইন ইউ আহমেদ ও আজিজ আহমেদ। আগামী সাত দিনের মধ্যে কমিশনের কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে বা অনলাইনে সাক্ষ্য দিতে পারবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা-সহ সমন পাঠানো ১৪ জন।তদন্তে উঠে আসে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা থেকে শেখ হাসিনাকে উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়েই ওই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের পিছনে পূর্ণ মদত ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকা মহানগর আদালতের তরফে ৫৭ সামরিক আধিকারিককে খুনে জড়িত থাকার অপরাধে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ১৬১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২৫ জনকে বিদ্রোহে জড়িত থাকার কারণে তিন থেকে দশ বছরের মধ্যে কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী, আসামিদের ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) হাইকোর্টে অনুমোদনের জন্য যায়। ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের উপর শুনানি শেষে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ ২০১৭ সালের ২৬ ও ২৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা করে। ১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয় ১৮৫ জনকে এবং বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয় ২২৮ জনকে। খালাস পায় হাইকোর্টের রায়ের আগে অবশ্য ৫৪ জন আসামি মারা যান। গত ৫ অগস্ট রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে থাকা বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন ও কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকার। ৫৭ সামরিক আধিকারিককে খুনের দায়ে জেল খাটা বিডিআরের সদস্যদেরও মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তদন্তের কাজে সহযোগিতা না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (তৎকালীন বিডিআর) অনুষ্ঠান চলাকালীনই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিডিআরের একাংশ। আল কায়দা জঙ্গি তথা প্রাক্তন সেনা আধিকারিক মেজর জিয়া ও পাকিস্তানি গুপ্তচর বাহিনী আইএসআইয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানরা বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সাকিল আমেদ-সহ ৫৭ সেনা আধিকারিককে নির্মমভাবে খুন করে। এমনকি সেনা আধিকারিকদের স্ত্রী এবং মেয়েদের গণধর্ষণও করা হয়। গণধর্ষণের পরে বেশ কয়েকজন সেনা আধিকারিকের স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ঢাকার পিলখানার ওই ঘটনার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের অন্যান্য অংশেও। শেষ পর্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়ে ওই বিদ্রোহ দমন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সেরাটা দিয়েছি বলেই নির্মাতারা আমার কাছে আসেন: ভূমি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়া 'দম লাগাকে হাইসা' সিনেমার দিয়ে বলিউডে পা রাখেন ভূমি পেড়নেকর। অতিরিক্ত ওজনের এক নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। দেখতে দেখতে বলিউডে ১০ বছর কাটিয়ে ফেললেন ভূমি। দীর্ঘ সময়ে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী।

ভূমি বলেন, 'আমি সত্যি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। কারণ, আমি এখনও যা ভালবাসি সেটাই করতে পারি। আমার এখনও মনে আছে যেদিন 'দম লাগাকে হাইসা' সিনেমার প্রিমিয়ার হয় আমি সেই প্রিমিয়ার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সিনেমা হিট হবে না ফ্লপ, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না আমার।'

অভিনেত্রীর কথায়, 'আমার প্রথম সিনেমা যখন মুক্তি পায় এবং সেটি যখন হিট হয়েছিল সেটাই আমার কাছে বড় পাওনা ছিল। যেহেতু আমি কোনও ফিল্মি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসিনি, তাই আমার নিজেকে প্রমাণ করার কোনও দায় ছিল না। একজন অতিরিক্ত ওজনের নারীর চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম থেকেই নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছি।'

তিনি বলেন, 'আমি যেহেতু একজন বহিরাগত তাই সিনেমা হিট হোক বা ফ্লপ, আমাকে সিনেমা করতেই হবে এমন কোনও চাপ আমার ওপর কোনওদিন ছিল না। তবে সব সময় ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেকটি সিনেমায় নিজের সেরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর তাই হয়তো পরিচালকরা বারবার আমার কাছে আসেন।'

কিছুদিন আগে ভারতীয় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। অভিনেত্রীর মতে, গত কয়েক দশকে শিক্ষার হার বাড়লেও মহিলাদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচার এতটুকু কমেনি। যে কারণে ঘরে ও বাইরে কোথাও নারীরা নিরাপদ নয়। অন্যদের মতো আমিও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এমনই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় কাটে। এ দুশ্চিন্তা বিনোদন জগতের বাইরের মহিলাদের নিয়েও।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'মেরে হাজব্যান্ড কি বিবি'। সিনেমায় ভূমির সঙ্গে অভিনয় করেছেন অর্জুন কাপুর, রাকুল প্রীত সিং। দুর্ভাগ্যবশত সিনেমাটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রি ভোগান্তি পোহাচ্ছে: কেন বললেন জন আব্রাহাম?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার পারিশ্রমিকের বিষয়ে মুখ খুললেন বলিউডের অন্যতম চর্চিত তারকা জন আব্রাহাম। জন আব্রাহাম বলেন, 'ইতোমধ্যেই হিন্দি ছবির উপর এই প্রবণতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।'

তার দাবি, একজন নায়ক প্রতিদিন অভিনয়ের জন্য ১০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক দাবি করছেন। তার স্টাইলিস্ট চাইছেন দিন প্রতি ২ লাখ টাকা। এভাবে আনুষঙ্গিক খরচ বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বলেও মনে করেন তিনি।

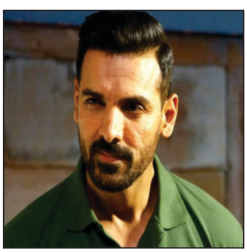

জন বলেন, 'জানি না সত্যিই অভিনেতারা এ রকম বড় পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা ভাবছেন, নাকি মধ্যস্বত্বভোগীরা ভাবাচ্ছেন তাদের। তবে এ কথা সত্যি যে তারা একটা বুদবুদের মধ্যে বাস করছেন।'

'কিন্তু এতটা অবুঝ হওয়ার কথা নয়। এই অলীক দুনিয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখতে হবে তো! পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রি ভোগান্তি পোহাচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, বলিউডে অভিনয়ের পারিশ্রমিকের বিষয়ে এর আগে মুখ খুলেছেন পরিচালক প্রযোজক করণ জোহর, ফারহা খান থেকে বর্ষীয়ান পরিচালক প্রযোজক রাকেশ রোশনও। তাদের সকলেরই দাবি, অভিনেতা থেকে তাদের সহকারী, সকলেই এত পারিশ্রমিক দাবি করছেন যে তা সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

আমার নাম করে জঘন্য গসিপের খেলা চলছে: প্রীতি জিনতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রীতি জিনতার অভিনয় ক্যারিয়ার নিয়ে এখন আর তেমন কোনো আলোচনা শোনা যায় না। বছরের যেটুকু সময় তাঁকে ঘিরে আলোচনা চলে, তার পুরোটাই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দল পাঞ্জাব কিংসকে নিয়ে। কারণ, এ দলের মালিক পক্ষে অন্যতম একজন প্রীতি। এবার অভিনয় ও ক্রিকেট কোনোটাই নয়, প্রীতিকে ঘিরে জোর আলোচনা ব্যাংক ঋণ নিয়ে।

ক'দিন ধরে শোনা যাচ্ছে, নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রীতি জিনতার ১৮ কোটি টাকার ঋণ মওকুফ করেছেন এবং এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। 'কংগ্রেস কেরালা' নামে এক এক্স হ্যান্ডেল অ্যাকাউন্ট থেকে এমন বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে।

বলিউড এই তারকার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতা নিয়ন্ত্রণ করার ভার বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছেন, আর তার জন্যই নাকি এই বিপুল পরিমাণ টাকা পেয়েছেন।

এ খবরের পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আরও জানিয়েছে, কংগ্রেস কেরালা সোমবার এক্স-এ লিখেছে, 'প্রীতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো বিজেপিকে হস্তান্তরিত করেছেন। পরিবর্তে বিজেপি প্রীতির ১৮ কোটির ঋণ মওকুফ করে দিয়েছে। আর গত সপ্তাহে সেই ব্যাংকটিই দেউলিয়া হয়ে গেছে। আমানতকারীরা তাদের টাকা ফিরে পেতে রাস্তায় নেমেছেন।'

এমনই খবর যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন বাধ্য হয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পাল্টা জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী। এ খবরকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেছেন তিনি। শুরুতেই প্রীতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সমস্ত অ্যাকাউন্ট সামলান।

পাশাপাশি চাছাছোলা ভাষায় আরও লেখেন 'এই ভুয়া খবর রটানোর জন্য লজ্জা হওয়া উচিত। আমি হতবাক যে, একটা রাজনৈতিক দল বা তাদের প্রতিনিধি এ ধরনের ভুয়া খবর প্রচার করছে। আর আমার নাম ও ছবি ব্যবহার করে জঘন্য গসিপ এবং ক্লিকবেটের খেলা চলছে। এবার সবাইকে জানাই যে, একটা ঋণ আমি নিয়েছিলাম, সেটা শোধও আমি করেছি, সেটাও ১০ বছর আগের ঘটনা। আশা করি, এবার বিষয়টা পরিষ্কার হবে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়।'

ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল; ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন যারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ফাইনালে এই দুই দলের মধ্যে রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ের আভাস মিলছে। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে ভারত কোনো ম্যাচ হারেনি। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের একমাত্র হার গ্রুপ পর্বে এই ভারতের বিপক্ষেই। তাই ফাইনালে ভারতের সামনে সুযোগ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, আর নিউজিল্যান্ড মধুর প্রতিশোধ নিয়ে শিরোপা উৎসব করতে পারে।

শিরোপা নির্ধারণী সেই মহারণের আগে চলুন দেখে নেওয়া যাক, ফাইনালে দুই দলের কোন খেলোয়াড়রা হতে পারেন তুরুপের তাস-

ভারতের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে সমীহ করছে নিউজিল্যান্ড। ফাইনালের আগে কিউই কোচ গ্যারি স্টিড তো বলেই দিয়েছেন, তাকে নিয়ে বাড়তি মাথা ঘামাতে হচ্ছে তার দলের ব্যাটারদের। আর হবে না-ই বা কেন! গ্রুপ পর্বে দুই দলের ম্যাচে এই এক বরুণের ঘূর্ণিতেই যে খাবি খেয়েছে নিউজিল্যান্ড। নিজের মাত্র দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলে নেমেই ৪২ রান খরচায় ৫ কিউই ব্যাটারকে সাজঘরের পথ চিনিয়েছিলেন এই ভারতীয় স্পিনার। নিশ্চিতভাবেই ফাইনালেও তার বোলিং হতে পারে ভারতের তুরুপের তাস।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন দুই ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র এবং কেন উইলিয়ামসন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেমিফাইনালে দুজনই সেঞ্চুরি করেছেন। তাদের জোড়া সেঞ্চুরিতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে রেকর্ড ৩৬৩ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দেয় কিউইরা। ফাইনালের ভারতের স্পিনারদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ব্ল্যাকক্যাপসের বড় নির্ভরতার জায়গা হতে পারেন রবীন্দ্র ও উইলিয়ামসন।

রোহিত শর্মা এখন আর নিয়মিত বড় ইনিংস খেলতে পারেন না। তবে ইনিংস শুরু করতে নেমে তার বিস্ফোরক 'ছোট' ইনিংসগুলোই ভারতের জন্য বেশ কার্যকরী সাব্যস্ত হয়েছে।

ম্যাট হেনরিকে নিয়ে ধন্দে আছে নিউজিল্যান্ড। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই কিউই পেসার, ৪ ম্যাচে ঝুলিতে পুরেছেন ১০ উইকেট। ২০২৩ সাল থেকেই দুরন্ত ফর্মে আছেন হেনরি। ওই বছর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ১৩৬ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। কিন্তু ফাইনালের আগে এই পেসারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে চোটশঙ্কা। যদি শেষ পর্যন্ত ফাইনালে হেনরির খেলা না হয়, তাহলে বড় 'বুস্ট' পাবে ভারত। আর খেললে নিউজিল্যান্ড পাবে গতির ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ।

বিপদে গেইলের বিশ্বরেকর্ড, ফাইনালে সেরার সেরা হতে পারেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সব থেকে বেশি রান করা ভারতীয় ক্রিকেটারের তকমা গত ম্যাচেই নিজের দখলে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে দাপুটে হাফ-সেঞ্চুরি করার পথে বিরাট ভেঙে দেন শেখর ধাওয়ানের সর্বকালীন রেকর্ড।

এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার হাতছানি রয়েছে কোহলির সামনে। এক্ষেত্রে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইলের সর্বকালীন নজির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন ভারতীয় তারকা।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ব্যাট করতে নেমে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সব থেকে বেশি রান করার বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারেন বিরাট কোহলি। এজন্য তার দরকার ৪৬ রান। এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সব থেকে বেশি রান সংগ্রহ করার বিশ্বরেকর্ড রয়েছে ক্রিস গেইলের দখলে। টুর্নামেন্টের ১৭টি ম্যাচে ব্যাট করতে নেমে ক্রিস গেইল সংগ্রহ করেছেন ৭৯১ রান। তিনি মিনি বিশ্বকাপে ৩টি সেঞ্চুরি ও ১টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গেইলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস অপরাজিত ১৩৩ রানের।

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখন পর্যন্ত বিরাট কোহলির ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭৪৬ রান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ১৭টি ম্যাচের ১৬টি ইনিংসে ব্যাট করে কোহলি এই রান সংগ্রহ করেন। কোহলি এখন পর্যন্ত মিনি বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করেছেন ১টি ও হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন ৬টি। এই টুর্নামেন্টে কোহলির সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস অপরাজিত ১০০ রানের। সুতরাং, গেইলের থেকে মাত্র ৪৫ রানে পিছিয়ে রয়েছেন কোহলি। ফাইনালে ৪৬ রান করলেই গেইলকে টপকে তালিকার এক নম্বরে উঠে আসবেন বিরাট।

বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা করছে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলেছে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। আর এই উইকেটে বাড়তি সুবিধা পান স্পিনাররা। এই বাড়তি সুবিধার সবটুকু নিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী। তাই ফাইনালের আগে তাকে নিয়ে সতর্ক নিউজিল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই প্রথম ম্যাচ খেলেন বরুণ। সেই ম্যাচে ক্যারিয়ার সেরা ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। সেটি ছিল তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচ। ভারতের দেয়া ২৪৯ রানের জবাবে খেলতে নামা কিউইদের প্রায় একাই গুঁড়িয়ে দেন ২০৫ রানে।

এরপর সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪৯ রানে বরুণ নিয়েছেন ২ উইকেট। আউট করেছেন ভারতের যম ট্রাভিস হেডকেও।

বরুণের বোলিংকে সমীহ করে গ্যারি স্টেড বলেছেন, 'খুব ভালো বোলার সে, কোনো সন্দেহ নেই। আগের ম্যাচে আমাদের বিপক্ষে সে তার

দক্ষতা দেখিয়েছে এবং সে বড়, অনেক বড় হুমকি। তাই আমরা কীভাবে তাকে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারি এবং কীভাবে তার বিপক্ষে রান করতে পারি, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করব আমরা।'

তাছাড়া দুবাইতে স্পিন দিয়েই কিউইদের কাবু করতে চাইবে ভারত, এমনটাই মনে করেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টেড। ভারত তাদের প্রথম দুই ম্যাচে তিন স্পিনার খেলিয়েছে। আর পরের দুই ম্যাচে দলটিতে খেলেছেন চার স্পিনার।

ফাইনালের আগে ভারতের স্পিন আক্রমণ নিয়ে স্টেড বলেছেন, 'আমাদের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে ৪২ রানে ৫ উইকেট নেওয়ার পর অবশ্যই আমরা ধারণা করছি যে, (ফাইনালে) সে খেলবে। আর সেভাবেই আমরা পরিকল্পনা করব।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR